করোনার কড়চা

মহামারির আলোআঁধারিতে বাংলার মুখচ্ছবি

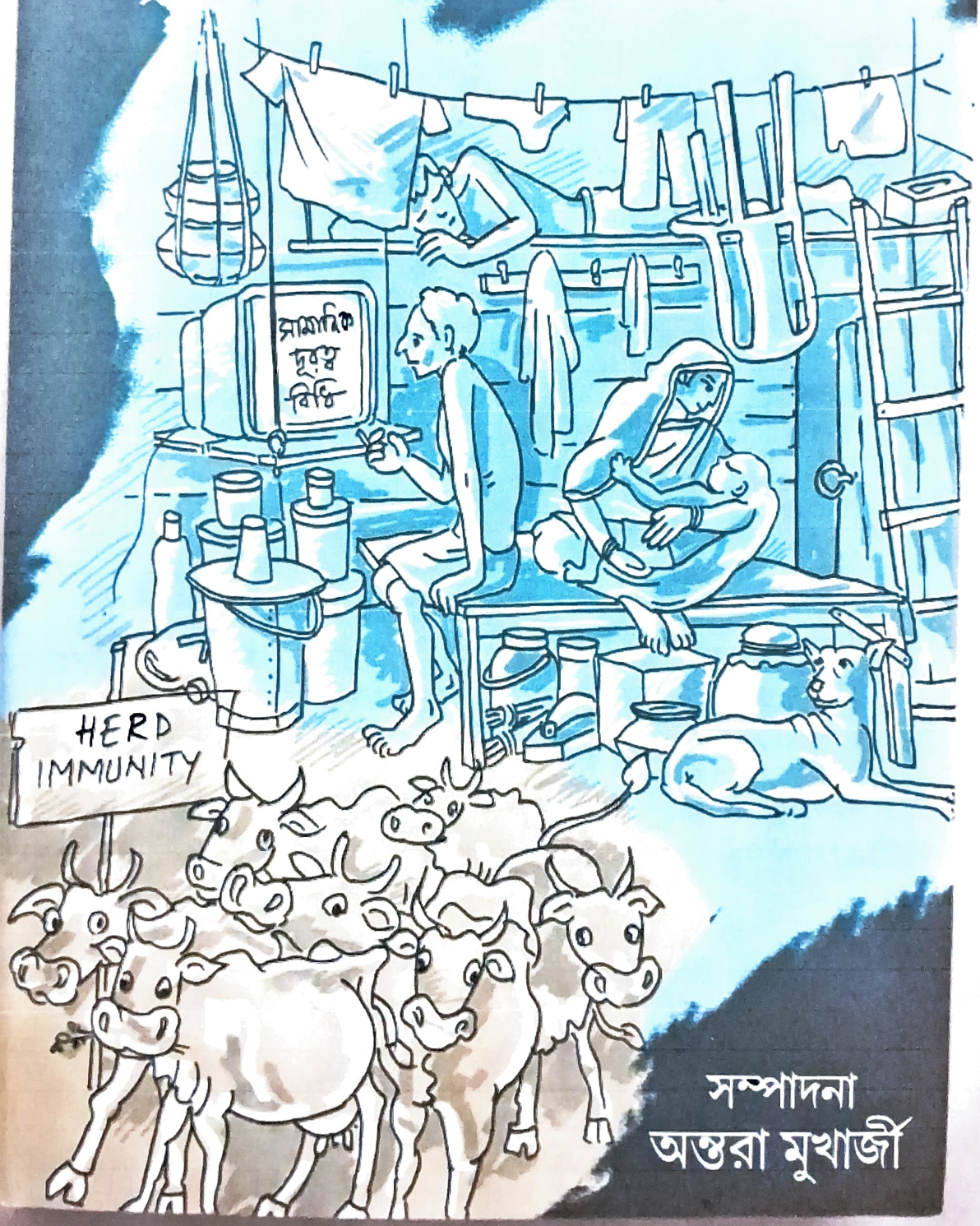

সম্পাদনা
অন্তরা মুখার্জী

২৭৫ 'আশা' দিদিদের ঘরে বাইরের রোজনামচা
সাবির আহমেদ

২৮২ আমার সন্তান যেন থাকে জালে ঝুলে
অন্তরা মুখার্জী

২৯১ নিছক গল্পের জন্ম
সুকান্ত দে

৩১১ কোভিড কালে সোশ্যাল মিডিয়া : একটি আলোচনা
সম্রাট লস্কর

৩২০ অতিমারি, কমিক্স, অ্যানিমেশন ও দুই বাঙালী
পিনাকী দে

৩২৯ আমরা মিম বানাব না ? বানাব না আমরা মিম ?
সৌমেন চট্টোপাধ্যায়

৩৩৬ বই পাড়া : বন্দি বইয়ের মেলা
জয়দীপ লাহিড়ী ও সুরঞ্জনা ভদ্র

৩৪৩ বধ্যভূমির মাঝখানে
রজতাভ দত্ত

৩৫৪ কোভিড আক্রান্ত বাংলা টেলিভিশনের মেগাসিরিয়াল
রাজা সেন

৩৫৮ থিয়েটারের বিপন্নতা
শম্পা সেন

৩৬৮ 'তোমায় গান শোনাব' : অতিমারি আবহে সংগীত জগৎ
সেঁজুতি গুপ্ত

৮১ করোনায় প্রকট গ্রুপ থিয়েটারের অসাম্যতা : সংকটে থিয়েটারজীবীরা
বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৯৫ করোনা, নির্বাচন এবং 'বোরডম', মৃত্যু আর তেমন উত্তেজক নয়
অর্ক ভাদুড়ি

৪০০ এই সময় বেঁধে বেঁধে থাকার সময়
ঋদ্ধি রিত

৪০৭ নদীর ধারে বাস, চিন্তা বারো মাস : আশায় বাঁধি শ্বাস
অরিজিৎ মুখার্জী

৪১৫ করোনার দিনগুলি রাতগুলি

Amar Santan Jeno Thake Jaale Jhule
Antara Mukherjee

আমার সন্তান যেন থাকে জালে ঝুলে

অন্তরা মুখার্জী

সালটা ২০০১। ইংরেজি স্নাতক হওয়া আমি সেই প্রথম মেনে নিলাম 'কেউ কথা রাখে না'-র দলে স্বয়ং ঈশ্বরও থাকেন। স্নাতক স্তরে পাঠ্য কবিতা 'দা সেকেন্ড কামিং'-এর সঙ্গে বেশ সখ্যতা ছিল আমার আজীবন কনভেন্ট স্কুলের চ্যাপেলের। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষে যে জিশুর ফিরে আসার কথা ছিল, যার অপেক্ষায় কলেজের শেষ বছরেও এক অর্ধমানব, অর্ধজন্তুর হঠাৎ আগমনের ভয় পেয়েছি, সেই ভিন্নরূপী ঈশ্বর এলেন না। আইরিশ কবি ডব্লিউ বি ইয়েটসও তবে ভুল ভাবলেন! সেই ইয়েটস যিনি আপামর বাঙালির সোনার আধুলি হারানো রবি ঠাকুরের জন্য লিখে দিয়েছিলেন তার 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকা! যদিও সরলতার শিষ্টাচার বিধি লঙ্ঘন করাই ছিল আমার কলেজ জীবন, তবুও নতুন শতাব্দীর প্রথম বর্ষে এক অভূতপূর্ব স্বপ্নভঙ্গের জ্বালা নিয়ে কলেজের ভালোবাসার বারান্দা থেকে নেমে এলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ প্রাঙ্গণে পা রাখতেই কারা যেন বলে গেল— 'চলো, পালটাই'। আমার শিশু কৈশোরের অপাপবিদ্ধ পৃথিবী তখন 'দুনিয়া ডট কম'-এর আপন অজবীথি নির্মাণ করছিল। খড়মের খট খট শব্দ স্থানান্তরিত হয়ে ডেস্কটপের কিবোর্ডে বাসা বাঁধছিল। খামের ওপর ডাকটিকিট লাগানো আমাদের ছোটোবেলা তখন ইঁদুর কলে জলছবি এঁটে দিতে শিখে নিয়েছিল। ইনল্যান্ড, পোস্টকার্ড, এয়ার্মেল, দম দেওয়া ঘড়ি, ঘোরানো টেলিফোন ইত্যাদি সামনের বেঞ্চগুলো ফাঁকা করে দিয়ে ই-মেইল, সিডি, ফ্লপি, নোকিয়া ৩৩৩০কে আমন্ত্রণ জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যখন বিশ্বায়নের ডাকে রুপোলি পর্দায়, আজ সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ে তো কাল সদ্য গজিয়ে